দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে দুই যুবকের অপমৃত্যু

দর্শনায় পৃথক দুইটি স্থানে দুই যুবকের অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে বাবুল আক্তার (৩৭) রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। সে সেলুনের কাজ করতো। এছাড়া সে মালেশিয়ায় গিয়েছিল। সেখানে অসুস্থ্যতা বোধ করলে বাড়ি চলে আসে। তার ১৪ বছর ও ৮ বছরের ২টি ছেলে আছে।

সকালে বাড়ির লোকজন তার ঘরে গিয়ে ডেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখে সে রাতে ঘুমের ঘরে কোনো এক সময় মারা গেছে। এ বিষয় ৯৯৯ এ কেউ একজন মোবাইল ফোন করে বলেন, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে। এরপর এসপি সার্কেল মোস্তাফিজুর রহমান ও দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন তদন্ত করেন।

এছাড়া বেলা ১টার দিকে ডিবি, পিআইবি, ডিএসবি ও পুলিশ অধিকতর তদন্ত কাজ শুরু করেন। বেলা পৌনে ৩টার দিকে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য তার লাশ চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেন। বাবুল আক্তারের পিতা তাজুল ইসলাম ও স্থানীয় লোকজন জানান, সে দীর্ঘদিন ধরে ডাবেটিকস-সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিল। এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন তদন্ত করে করেছেন বলে জানান, তিনি সাংবাদিকদের জানান, সে অসুস্থ্যতা জনিত কারণেই মারা গেছে।

যেহেতু ৯৯৯ নাম্বারে কেউ একজন মোবাইল ফোন করে বলেন, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ কারণে আমরা তার লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে সঠিক ঘটনাটি জানা যাবে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন গহেরপুরের এক যুবক গলাই ফাঁস দিয়ে মারা গেছে। সে গহেরপুর গ্রামের তপন মাঝির ছেলে প্রান্ত (১৮)। গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির পাশে বাগানে গাব গাছের সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে পুলিশ জানায়। পুলিশ ও গ্রামবাসী জানান, প্রান্তর মাথায় সমস্যা ছিল। দর্শনা থানার অফিসার ইনর্চাজ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান, রাত ২টা ৩০

মিনিটের সময় ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় দুটি প্রতিষ্ঠানে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও খাদ্যপণ্যের বাজারে শৃঙ্খলা আনতে ভোক্তা-অধিকারের তদারকি অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়। গতকাল রবিবার সকাল ১২টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উপজেলার মুন্সিগঞ্জ এলাকায় এ অভিযান চলে।

অভিযান চলাকালে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মিষ্টি তৈরি ও সংরক্ষণের অভিযোগে শ্রী উজ্জ্বল কুমার সাহার প্রতিষ্ঠান মেসার্স মদন মহন মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে, লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে DTSI মবিলের দাম বেশি নেওয়ায় মো. গোলাম মোস্তফার প্রতিষ্ঠান তাজ মটরসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সব মিলিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এসময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবিষ্যতে ভোক্তার অধিকার ক্ষুন্ন না করার জন্য সতর্ক করা হয়। এছাড়া হোটেল ও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের অবিলম্বে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সহযোগিতায় ছিলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে— ভোক্তা স্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের উদ্যোগে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের উদ্যোগে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে যুব ফোরামের খুলনা বিভাগীয় উদ্যোগে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়েছে। খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। গতকাল সকাল দশটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার এম সবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে যুব ফোরাম এর সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা জলবায়ু যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় খুলনা বিভাগের দশটি জেলায় মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আজকের উদ্বোধনী কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা এখানে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করেছি। আমাদের লক্ষ্য শুধু গাছ রোপণ নয়, আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এম সবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটির উপদেষ্টা মোঃ আজিজুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি শাহরিয়ার হোসেন জয়, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ঈশান বাবু, যুগ্ম সম্পাদক তানিয়া আফরোজ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং যুব ফোরামের সদস্যরা।

প্রধান শিক্ষক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান এ সময় যুব ফোরামের এ মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, “মাসব্যাপী এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

পরিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। যুব ফোরামের পক্ষ থেকে এমন কার্যক্রম আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। যুব ফোরাম এর সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যুব ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাসব্যাপী এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ এলাকা এবং জনসাধারণের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলাই যুব ফোরামের মূল লক্ষ্য।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই প্রস্ততিমূলক অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর মেহেদী হাসান, দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন (তদন্ত) অনুপ দাস, আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজিদ, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউপি (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি বাসুদেব হালদার, সঞ্জয় হালদার, শোভন দাস, বিকাশ কুমার বিশ্বাসসহ উপজেলার ২১ টি পূজা মন্ডপের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

এবার উপজেলায় ২২ টি পূজা মন্ডপের মধ্যে ২১ টি মন্ডপে পূজা উদযাপন হবে।

দর্শনায় শয়নকক্ষ থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন প্রতাপপুর গ্রামে নিজ শয়নকক্ষ থেকে বাবু (৩৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে দর্শনা ও ঝিনাইদহ পিআইবির একটি টিম।

আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত বাবুল আক্তার দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাবু খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিজ শয়নকক্ষে ঘুমাতে যান।এরপর আজ রবিবার ভোরে বাবা-মা তার শয়নকক্ষে গিয়ে দেখেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পিঠে একটি ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এরপর অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ট্রিপল নাইন (৯৯৯) ফোন করলে দর্শনা থানা পুলিশ সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পরে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমীর ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এটি হত্যা নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু তা এখনও জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পরে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় কিশোরী ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে খায়রুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত খায়রুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার বুজরুকগড়গড়ি মাদরাসাপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী কিশোরী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর স্কুলে যাওয়ার পথে আসামি খায়রুল ইসলাম তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অটোরিকশায় তুলে নেয়। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর গভীর রাতে একটি বাগানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এ বিষয়ে কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেন।

পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিশোরীকে ফাঁকা বিল থেকে উদ্ধার করেন। পরে ভুক্তভোগীর পিতা বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত আজ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের সময় আসামি খায়রুল ইসলাম আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় স্বনামধন্য শিল্পপতি গিরিধারী লাল মোদীর

অন্ত্যোষ্টিকার্য সম্পন্ন

আলমডাঙ্গার কৃতিসন্তান শিল্পপতি দানবীর বাবু গিরিধারী লাল মোদির অন্তেষ্টিক্রিয়া গতকাল বেলা ২টার সময় সম্পন্ন হয়েছে। তার সৎকাজ করান নেপাল থেকে আগত ঠাকুর পবন কুমার সানহাই। গতকাল আলমডাঙ্গা মহাশ্মশানে তার মরদেহ দাহ করা হয়।

তার আত্মীয় দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভারত থেকে আগত তার বড় ভাই বাবু ওংকার লাল মোদি, জামাই আনন্দ বাবু, লক্ষন শর্ম, কিষন শর্ম, লক্ষন মোদি, গনেশ লাল মোদি, ছোট ভাই বিজয় লাল মোদি। এর আগে উত্তরা ট্রেডার্সের ভিতরে তার মরদেহ রাখা হলে তাকে একনজর দেখতে আসেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামাতের প্রার্থী এ্যাড, রাসেল, পৌর জামাতের আমির, উপজেলা জামাতের আমির শফিউল আলম বকুল, জামাতের নেতা সাবেক চেয়ারম্যান দারুস সালাম, বিএনপি অপর অংশের নেতা শেখ সাইফুল ইসলাম, বীর মুক্তিযুদ্ধা ডাক্তার শাহাবুদ্দিন, জাসদ নেতা সাবেক পৌর মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, কাজী রবিউল হক।

বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম, খন্দকার শাহ আলম মন্টু, আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি, বাবু প্রশান্ত অধিকারী, লিপন বিশ্বাস, ডাক্তার গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

এছাড়াও তার দাহ কাজে অংশ নিতে নেপাল, ভারত সহ ঢাকা থেকে বহু শিল্পপতি অংশ নিয়েছিল। এছাড়াও খুলনা, নোয়াপাড়া, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, চিলাহাটি, বগুড়া, সন্তাহার সহ উত্তরবঙ্গের বহু ব্যাবসায়িগণ তাকে একনজর দেখার জন্য এসেছিলেন। এছাড়াও ভারত থেকে তার আত্মীয় স্বজন এসেছিলেন বলে জানা গেছে। তার অবদানের কথা তুলে ধরেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ।

আলমডাঙ্গা কালীমন্দির নির্মাণ, শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণ মন্দির

পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বীতল ভবন নির্মাণসহ বহু ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। এলাকার নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান ও আয়োজন তদারকিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতেন। অর্থ, বস্ত্রদানসহ বিভিন্ন দান-খয়রাতের মাধ্যমে তাঁর উদার মানসিকতার পরিচয় সর্বত্র মিলেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও গিরিধারী লাল মোদির অবদান অনস্বীকার্য। কন্যার বিবাহে আগত বরযাত্রীদের রাত্রিযাপনের জন্য নির্মিত অবকাঠামো পরবর্তীতে আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুলের জন্য দোতলা হলরুমে রূপান্তর করে দেন। এছাড়া আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পশুহাট জুনিয়র হাইস্কুল, চুয়াডাঙ্গা প্রদীপন প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনস স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করেন তিনি। আলমডাঙ্গা উপজেলা মহাশ্মশান দালান নির্মাণেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি নওয়াপাড়া স্বশান ঘাট সহ আধুনিক শ্বসনা নির্মাণ করেছেন।

তাঁর কাকা সত্য নারায়ণ মোদী ছিলেন আলমডাঙ্গার একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী, ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়া সংগঠক, যিনি আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

আলমডাঙ্গা শহীদ মিনার মাঠের পুনঃ মাপজোক – অবৈধ দখলদার প্রমাণিত জাকারিয়া হিরো

আলমডাঙ্গা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) নেতৃত্বে শহীদ মিনার মাঠের পুনঃমাপজোক শেষে আবারও প্রমাণ মিলেছে ব্রাইট মডেল স্কুলের মালিক ও প্রভাবশালী ভূমিদস্যু জাকারিয়া হিরো প্রায় পৌনে দুই শতক শহীদ মিনারের জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন। এর আগে আদালতের অ্যাডভোকেট কমিশন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাপজোক রিপোর্টের বিরুদ্ধেও তিনি না-রাজি জানান। পরে আদালতের নির্দেশে

পুনরায় মাপজোক হলে একই সত্য উদঘাটিত হয়।

শহীদ মিনারের দখলকৃত পবিত্র স্থানে জাকারিয়া হিরো আরও ভয়াবহ অপকর্ম করেছেন। অভিযোগ উঠেছে— তিনি সেখানে ১২টি পায়খানার ট্যাংক নির্মাণ করেছেন। শহীদ মিনারের ভেতরে এ ধরনের নোংরা স্থাপনা নির্মাণ কেবল ভূমি দখল নয়, বরং শহীদদের স্মৃতির মর্যাদা ও পবিত্রতার চরম অবমাননা বলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন শহরবাসী।

দীর্ঘদিন ধরে শহীদ মিনার মাঠকে দখল করে ভোগ করে আসছিলেন জাকারিয়া হিরো। প্রভাবশালী ফ্যাসিস্ট নেতাদের ছত্রছায়ায় থেকে তিনি বহুতল ভবনের রাস্তা ও অবকাঠামো শহীদ মিনারের জমিতে দাঁড় করান। এমনকি অভিযোগ রয়েছে— আওয়ামী লীগের কিছু প্রভাবশালী নেতাকে দিয়ে ব্রাইট মডেল স্কুলের নেতৃত্বে বসিয়ে তিনি দখল কার্যক্রমকে বৈধতার মোড়ক দেন।

তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ ও শহীদ মিনারের জমি রক্ষায় নতুন উদ্যোগ নেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে গেলে হিরোর সন্ত্রাসী বাহিনী বাধা দেয়। তিনি সেনাবাহিনী ডেকে এনে কাজও বন্ধ করান। কিন্তু সেনাবাহিনী মাঠ পরিদর্শন শেষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের নির্ধারিত সীমানা অনুযায়ী প্রাচীর নির্মাণ করতে নির্দেশ দেয়।

এদিকে শহীদ মিনার ও ব্যায়ামাগারের জমি উদ্ধারের দাবিতে এলাকাবাসী একাধিকবার আন্দোলনে নামে এবং বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করে। হিরো পাল্টা আদালতে মামলা করে বিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও ব্যায়ামাগার উদ্ধার কমিটির আহ্বায়কসহ কয়েকজনকে আসামি করেন। পরে আদালতের নিযুক্ত অ্যাডভোকেট কমিশন জমি মাপজোক করে স্পষ্টভাবে জানান— ব্রাইট মডেল স্কুলের যাতায়াতের রাস্তা ও ব্যবহৃত জায়গা আসলে শহীদ মিনারের জমি।

শহরজুড়ে জাকারিয়া হিরোর বিরুদ্ধে এখন তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ মনে করছেন, শহীদ মিনারের মর্যাদা হরণ করে সেখানে ১২টি ট্যাংক বসানো দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার প্রতি চরম অবমাননা। শহরবাসীর দাবি করেছেন, অবিলম্বে শহীদ মিনারের জমি দখলমুক্ত করে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় আবাসিক হোটেল থেকে প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা শহরে একটি আবাসিক হোটেল থেকে মাহবুবুর রহমান মাসুম
(৩৫) নামে এক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের লাশ উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌরসভার পাশে ‘চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেল’ থেকে সদর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

মাহবুবুর রহমান মাসুমের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা শহরের সবুজপাড়ায়। পরিবারের সঙ্গে তিনি ঢাকায় থাকতেন।

পুলিশ ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার মাহবুবুর রহমান মাসুম তিন বন্ধুর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গায় ঘুরতে আসেন। তারা একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন।

হোটেলের ম্যানেজার সাগর জানান, তারা তিনজনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে মাসুমের দুই বন্ধু চলে গেলেও তিনি হোটেলেই থেকে যান।

ম্যানেজার সাগর আরও জানান, মাসুম বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজি হননি। শনিবার বেলা ১২টায় হোটেলের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষ থেকে কান্নার শব্দ শুনে তিনি উপরে গিয়ে দেখতে পান মাসুমের স্বজনরা সেখানে কান্নাকাটি করছেন। স্বজনদের পরামর্শ দেওয়া হয় মাসুমকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তারা দেখতে পান মাসুমের মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে এবং তিনি মারা গেছেন। তখন স্বজনরা জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে পুলিশকে খবর দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালিদুর রহমান জানান, জরুরি সংবাদ পেয়ে তারা চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেলের চতুর্থ তলার একটি কক্ষ থেকে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। প্রাথমিক তদন্তে লাশে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

ওসি আরও বলেন, তারা সিআইডি ও পিবিআইকে খবর দিয়েছেন এবং তারা এসে

তদন্ত করবে। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন আছে।

দর্শনা কেরু চিনিকলে এসটিপি বেডে আখ রোপণ মৌসুমের উদ্বোধন

দর্শনা কেরু চিনিকলের দ্বিতীয় ধাপে এসটিপি বেডে আখ রোপণ মৌসুম ২০২৫-২৬ এর উদ্বোধন ও মিল পরিদর্শন করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মানিক উদ্দিন।

শনিবার দুপুর ১২টার দিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মানিক উদ্দিন কেরু চিনিকলের আকন্দবাড়িয়া পরীক্ষামূলক খামার এবং মিল এলাকার বড় আখচাষি তৈয়ব আলীর জমিতে এসটিপি বেডে বীজ আখের বেড স্থাপনার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি মিলের কারখানা বিভাগ, ডিস্টিলারি বিভাগ ও জৈবসার কারখানা পরিদর্শন করেন।

কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ রাব্বিক হাসানের সভাপতিত্বে আকন্দবাড়িয়া পরীক্ষামূলক খামার ও তৈয়ব আলীর জমিতে রোপণ মৌসুমের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

এসটিপি বেডে বীজ আখের উদ্বোধনকালে সিনিয়র সচিব মানিক উদ্দিন বলেন, চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে বেশি বেশি আখ লাগাতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে চাষিদের জন্য উন্নতমানের বীজ নিয়ে এসেছি, যাতে তারা লাভবান হন। যেমন অল্প জমিতে বহু তলা ভবন নির্মাণ সম্ভব, তেমনি অল্প জমিতে উন্নত বীজের আখ চাষ করে ভালো মুনাফা অর্জন করা যাবে। এবার পাবলিক ও কেরু বাণিজ্যিক খামার মিলিয়ে ৬ হাজার মেট্রিক টন আখ চাষের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি এবং আমরা লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ফলে আগামী বছর চিনিকলটি আরও বেশি দিন চালু থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জিএম (কারখানা) সুমন কুমার, জিএম

(কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, ডিজিএম (বীজ) দেলোয়ার হোসেন, ডিজিএম (সম্প্রসারণ) মাহবুবুর রহমানসহ কেরু চিনিকলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আখচাষিরা।

অনুষ্ঠান শেষে কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম শামসুজ্জোহা আজাদী সুষ্ঠুভাবে রোপণ মৌসুম সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করেন।